actionaid

তৃণমূল বার্তা

এলআরপি ৫৩ | ৫ম সংখ্যা | জুন-২০২৬

"আর্ট ফর হোপ": শিশুদের চোখে সৃজনশীলতা, সহনশীলতা ও আশার গল্প

প্রান্তিক শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী "আর্ট ফর হোপ"

একশনএইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা-এর সহযোগিতায় আয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে দুই দিনব্যাপী শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী "আর্ট ফর হোপ" অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শনীটি ১১-১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে, প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা, ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ মার্চ বিকাল ৩টায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে এই আয়োজনের সূচনা হয়, যেখানে শিশুদের সৃজনশীলতা ও সহনশীলতাকে উদযাপন করা হয়। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচ বছর বয়সী শিশু শিল্পী মারিয়াম নাসরিন আফসানা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একশনএইড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর শিক্ষক খোজাইমা ফাতেহালি জিয়াউদ্দিন, কার্টুনিস্ট ও শিল্পী মোরশেদ মিশু এবং বিশিষ্ট অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী আফজাল হোসেনসহ বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং শিশুদের সৃজনশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও হ্যাপি হোমের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে একশনএইড বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরি করে আসছে। এসব উদ্যোগ শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করেছে, যেখানে তারা শিখতে, বেড়ে উঠতে এবং নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে।

লালমনিরহাট কর্মএলাকায় সাড়া ফেলেছে গিফট ফান ইভেন্ট

অফিস ডেস্ক: "শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের বিশ্ব গড়ি"-এই শ্লোগানকে সামনে রেখে উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)-এর আয়োজনে এবং একশনএইড-বাংলাদেশের সহযোগিতায় লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার লালমনিরহাট পৌরসভার ৪নং ও ৫নং ওয়ার্ড; ১নং মোগলহাট ইউনিয়ন ও ২নং কুলাঘাট ইউনিয়ন তথা ০৮টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও সংলগ্ন মাঠে স্পন্সর শিশুদের নিয়ে "গিফট ফান ইভেন্টে-আলোচনা সভা ও ক্রীড়া-সহ বৈচিত্র্যময় ইভেন্ট ভিত্তিক প্রতিযোগিতা এবং সবুজ কভারে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক নানান তথ্য সংবলিত খাতা বিতরণ" অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে শিশু, শিশুর অভিভাবক-সহ কমিউনিটির ১৯৭৩জন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্যময় ইভেন্টগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল-গল্প বলার পাশা (ভাষা ও কল্পনা), মার্কেট মাস্টার (গণিত ও ব্যবসা), প্রকৃতি চেনা প্রভৃতি। এতে করে শিশুরা তাদের সচেতনতা ও সৃষ্টিশীলতার সক্ষমতাকে এগিয়ে নিয়েছে। উক্ত ইভেন্টে গল্প বলার পাশা (ভাষা ও কল্পনা)-এতে করে শিশুদের তাৎক্ষণিক চিন্তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, করেছে নিজস্ব শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ। এছাড়া গল্পের নায়ক-খলনায়কের সংঘাত শিশুকে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য শেখার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ, বাড়িয়েছে শিশদের স্মৃতিশক্তি এবং সমস্যা-সমাধানের দক্ষতা হয়েছে উন্নত; "মার্কেট মাস্টার" (গণিত ও ব্যবসা)-এতে করে শিশুরা বাজেট করা, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মাধ্যমে দ্রুত হিসাবের কৌশল আয়ত্ব করেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে দরদাম করার মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা। এছাড়া গণিতের ভয় দূর করে জড়তাহীন মানসিকতার উন্নয়ন ঘটেছে, বেড়েছে ধৈর্য ও মনোযোগ; চিন্তাকে করতে পেরেছে ধারালো ও শৃংখলাবদ্ধ এবং চ্যালেঞ্জ নেয়ার ক্ষেত্রে বেড়েছে আত্মবিশ্বাস। এভাবেই প্রকৃতি চেনার মাধ্যমে শিশুদের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বেড়েছে এবং জেনেছে প্রকৃতির স্বরূপ। সর্বোপরি, বৈচিত্র্যময় নানান প্রকৃতির প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের অর্জিত হয়েছে-শারীরিক সুস্থতা, মানসিক বিকাশ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, বৃদ্ধি পেয়েছে সামাজিক যোগাযোগ, বেড়েছে নিজস্ব সক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী। এতে করে শিশুরা তাদের সৃষ্টিশীলতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, হয়েছে অনুপ্রাণিত।

ফলে শিশুদের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টির প্রবণতা বেড়েছে, বেড়েছে শিক্ষাগ্রহণের মানসিকতাও। আর গিফট ফান ইভেন্টের এই বৈচিত্রময় আয়োজন শিশুদের পাশাপাশি কমিউনিটির মানুষের মাঝেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

লালমনিরহাটে "শীতার্ত স্পন্সর শিশুদের মাঝে কম্বল" বিতরণ

অফিস ডেস্ক: উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)-এর আয়োজনে এবং একশনএইড-বাংলাদেশের সহযোগিতায় গত ০৯-১১ জানুয়ারি ২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার লালমনিরহাট পৌরসভা, ১নং মোগলহাট ইউনিয়ন ও ২নং কুলাঘাট ইউনিয়ন, সদর, লালমনিরহাট-এর ৫টি স্থানে চলমান শীতের প্রকোপ মোকাবেলায় অসহায়, ভূমিহীন, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ, অতিদ্রিরিদ্র, শীতার্ত স্পন্সর শিশুদের মাঝে ১০০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নারী সার্কেল নেতা, শিশু বিকাশ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, নারী ও শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্য এবং তাদের উপস্থিতিতে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান-প্রকল্প সমন্বয়কারী; Social Change for Women & Young People Led Initiatives (S4WYI) Project, উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)। উল্লেখ্য যে, কম্বল বিতরণের তালিকা নারী সার্কেল নেতা, শিশু বিকাশ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, নারী ও শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাদের তত্ত্বাবধানে এবং উপস্থিতিতে টোকেন-সহ কম্বল বিতরণ সুসম্পন্ন হয়েছে। যা চলমান শৈত্য-প্রবাহে নিদারুণ শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষায় সহায়ক হবে। তাই উক্ত কম্বল বিতরণ স্পন্সর শিশু-সহ তাদের পরিবার এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

লালমনিরহাটে "অন্তজার্তিক নারী দিবস-২০২৬" উদযাপন

অফিস ডেস্ক: "Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls" (অধিকার, ন্যায়বিচার, পদক্ষেপ, সকল নারী ও বালিকাদের জন্য)-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)-এর আয়োজনে এবং একশনএইড-বাংলাদেশের সহযোগিতায় লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার ৪ ও ৫নং ওয়ার্ড, লালমনিরহাট পৌরসভা; ১নং মোগলহাট ইউনিয়ন ও ২নং কুলাঘাট ইউনিয়নে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৬" বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপিত হয়েছে। লালমনিরহাট পৌরসভা ৪ নং ওয়ার্ড, শহিদ শাহজাহান কলোনীতে শুধুমাত্র যুবা ও নারীদের অংশগ্রহণে 'ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার

বিতরণ এবং আলোচনা সভা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কুইজ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মোট ০৯জন বিজয়ী নারী পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়াও নারী সার্কেল, যুব-ফোরাম, শিশু-ফোরাম, শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটি, নারী ও শিশু সুরক্ষা কমিটি এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে এমন আয়োজন করায় এলাকাবাসীরা উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এবং একশনএইড-বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

লালমনিরহাটে ইতিবাচক প্যারেন্টিং বিষয়ক সচেতনতামূলক সেসন অনুষ্ঠিত

অফিস ডেস্ক: লালমনিরহাট সদর উপজেলার ১ নং মোগলহাট ইউনিয়নের ইটাপোতা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে ইতিবাচক প্যারেন্টিং বিষয়ক এক সচেতনতামূলক সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ মে (বৃহস্পতিবার) ২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩:৩০ সময় পর্যন্ত বিদ্যালয়ের হল রুমে এই সেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। একশনএইড বাংলাদেশের 'গার্লস সাপোর্টার' প্রকল্পের সহযোগিতায় এই সেশনের আয়োজন করে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা'।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইটাপোতা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইটাপোতা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রিনা রানী, উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থার প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ মশিউর রহমান, সাপ্তাহিক আলোর মনি পত্রিকার সম্পাদক জনাব রমজান আলী, এছাড়াও সেশনে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিশু পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং রিফ্লেকশন একশন সার্কেলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় জনগণকে শিশুর পূর্ণ বিকাশের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা। সেশনে শিশুর শারীরিক, জ্ঞানীয়, আবেগীয় ও সামাজিক যত্নের প্রয়োজনীয়তা এবং ছেলে ও মেয়ে সন্তানের যত্নে বৈষম্যের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। একই সাথে পরিবারে ছেলে-মেয়ে উভয়ের প্রতি সমান আচরণের গুরুত্ব, মেয়েদের যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে 'না-যাও-বলো' নিয়ম শেখানো, গৃহস্থালি কাজে বাবাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং পারিবারিক সিদ্ধান্তে শিশুদের মতামত নেওয়ার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়।

বক্তারা শিশুর মোবাইল আসক্তির কারণ ও এর ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেন এবং শিশুদের অনুভূতি মনোযোগ দিয়ে শোনা ও তার বৈধতা দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া সততা ও সম্মানের মতো পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

দিনব্যাপী এই সেশন শেষে উপস্থিত সকল অভিভাবক ও অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ পরিবারে শিশুর সুরক্ষায় ও ইতিবাচক প্যারেন্টিং চর্চায় ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিজ্ঞা পাঠ করান জনাব মোঃ মশিউর রহমান এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ইটাপোতা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক।

যুব-ফোরামের উদ্যোগে লালমনিরহাটে মশক নিধন ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে আলোচনা সভা ও স্প্রে-কর্মসূচী পালিত

অফিস ডেস্ক: উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)-এর আয়োজনে ও একশনএইড-বাংলাদেশের সহযোগিতায় এবং স্বপ্নচূড়া যুব-ফোরামের উদ্যোগে গত ১০/০৬/২৫ইং তারিখে শহিদ শাহজাহান কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে, ৪নং ওয়ার্ড, লালমনিরহাট পৌরসভা, লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট-এ "পৌরসভার সাথে সমন্বয় করে মশক নিধন ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা সভা এবং স্প্রে-কর্মসূচী" অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ-কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টর, লালমনিরহাট পৌরসভা; জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম-ভেকুটাস ড্রাইভার, লালমনিরহাট পৌরসভা; জনাব মোঃ আবু তালেব-ফগার মেশিন অপারেটর, লালমনিরহাট পৌরসভা; জনাব সুজাতা বেগম-সাবেক কাউন্সিলর ও সমাজ কর্মী; স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ-সহ প্রায় শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্য থেকে সাধারণ মানুষ জানতে পেরেছে যে, মশক নিধন হলো কার্যকর ঔষুধ প্রয়োগ ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার মাধ্যমে মশার বংশবিস্তার রোধ করা এবং প্রাপ্তবয়স্ক মশা ধ্বংস করার সম্মিলিত প্রক্রিয়া। এডিস ও কিউলেক্স মশার বিস্তার রোধে সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

মশক নিধনের প্রধান ধাপসমূহ-

১. লার্ভা বা মশার ডিম ধ্বংস করা (উৎস নির্মূল);
২. পূর্ণাঙ্গ মশা নিধন এবং
৩. ঘরে মশা প্রবেশ রোধ করা।

আগত অতিথিরা বলেন, আপনার এলাকায় মশার উপদ্রব কমাতে নির্দিষ্ট কোনো পরামর্শ বা কীটনাশক ব্যবহারের নির্দেশিকা প্রয়োজন হলে, আমাদের জানাতে পারেন। বহুল পরীক্ষিত রসুন তেল, ইউক্যালিপটাস, সাইট্রোলিথ্রিন, লেবুর রস ইত্যাদির মিশ্রণে তৈরি অর্গানিক ওষুধ জমে থাকা পানিতে স্প্রে করলে এডিস মশার লার্ভা বা পিউপা সৃষ্টি হতে পারে না। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনো জাতের মশা রসুন ও ইউক্যালিপটাস তেলের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। যেকোনো কক্ষে এটি একবার ব্যবহার করার পর বাইরে থেকে মশা উড়ে এলেও প্যারালাইজড হয়ে যায় অর্থাৎ কামড়াতে পারে না।

উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ও অতিথিবৃন্দ-সহ এলাকার মানুষ স্বপ্নচূড়া যুব-ফোরামের এমন পদক্ষেপে আনন্দিত হয়ে তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। এমন মহতি আয়োজনের ফলে যেমন উপকৃত হয়েছে সমাজের কিছু মানুষ, ঠিক তেমনিভাবে সামাজিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উৎসাহিত হয়েছে স্বপ্নচূড়া যুব-ফোরামের সদস্যরাও। এজন্য উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এবং একশনএইড-বাংলাদেশকে স্বপ্নচূড়া যুব-ফোরামের সদস্যরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান, স্বপচূড়া যুব-ফোরামকে সংঘবদ্ধ এবং সক্রিয় করার জন্য।

জলবায়ু সহনশীলতা বিষয়ক অ্যাডভোকেসি ও সচেতনতামূলক কর্মশালা

অফিস ডেস্ক : লালমনিরহাট সদর উপজেলার ২ নং কুলাঘাট ইউনিয়নের শিবেরকুঠি গ্রামে জলবায়ু সহনশীলতা বিষয়ক অ্যাডভোকেসি ও সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ মে (মঙ্গলবার) ২০২৬ তারিখ সকাল ১১টায় একশনএইডের গালর্স সাপোটার প্রকল্পের সহযোগিতায় এবং উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ঈদ্রিস আলী, চেয়ারম্যান, ২ নং কুলাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব লোকমান হাকিম, ওয়ার্ড সদস্য, কুলাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ; জনাব মোঃ আবুবক্কর সিদ্দিক, ওয়ার্ড সদস্য, কুলাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ এবং মোঃ মশিউর রহমান, প্রকল্প সমন্বয়কারী, উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ, শিবেরকুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ধরলা নারী রিফ্লেকশন অ্যাকশন সার্কেলের সদস্যবৃন্দ।

কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা, ঝুঁকি কমানোর উপায় শেখানো এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করা। কর্মশালায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়: জলবায়ু পরিবর্তন কী এবং কেন হচ্ছে, স্থানীয়ভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বন্যা, নদী ভাঙন ও অতিরিক্ত তাপমাত্রার ঝুঁকি, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব, দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি ও জরুরি পরিকল্পনা, নারী, শিশু ও প্রবীণদের সুরক্ষা, পরিবারে যৌথ দায়িত্ব ও সহায়তামূলক আচরণ, টেকসই কৃষি ও বিকল্প জীবিকা, কমিউনিটির যৌথ উদ্যোগ ও স্থানীয় নেতৃত্ব গঠন। বিশেষ করে দুর্যোগকালীন সময়ে নারী, শিশু ও প্রবীণদের সুরক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার অনুরোধ করা হয়।

আলোচনা সভা শেষে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ স্থানীয় নদীভাঙন এলাকা এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলো পরিদর্শনে যান। এ সময় ভাঙনকবলিত এলাকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে এবং উদ্ভূত সমস্যাগুলোর দ্রুত টেকসই সমাধানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ঈদ্রিস আলী।

কিশোরী মেয়েদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (SRHR) সচেতনতা সেশন

অফিস ডেস্ক: লালমনিরহাট সদর উপজেলার পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের শহীদ শাহজাহান কোলনী গ্রামে কিশোরী মেয়েদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস ও অধিকার সম্পর্কে ইতিবাচক পরিবর্তন তৈরির লক্ষ্যে কিশোরী মেয়েদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (SRHR) বিষয়ে সচেতনতা সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেশনে ৪০ জন ১২-১৯ বছর বয়সি কিশোরী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেশনে-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন,মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, কিশোরীদের আত্মবিশ্বাস ও নিজের মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিরাপদ আচরণ, অধিকার ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা কোথায় পাওয়া যায় সে বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হয়, পরিবার ও সমাজে কিশোরীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে প্রত্যেকের মাঝে একটি করে স্যানেটারী প্যাড বিতরণ করা হয়। এই SRHR সচেতনতা সেশনের মাধ্যমে কিশোরী মেয়েদের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকাল, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও অধিকার, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ,"না" বলার সক্ষমতা ,নিরাপদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ইতিবাচক পরিবর্তন তৈরি হয়েছে। কিশোরীরা নিজেদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন গঠনে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

লালমনিরহাটে 'পহেলা বৈশাখ-১৪৩৩' উদযাপন উপলক্ষে শিশুদের অংশগ্রহণে র‍্যালি, গ্রামীণ খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

অফিস ডেস্ক: বাঙালির চিরন্তন প্রাণের উৎসব 'পহেলা বৈশাখ-১৪৩৩' নতুন আশা ও উদ্দীপনায় বরণ করে নিয়েছে শিশুরা। এসো হে বৈশাখ, এসো এসো–এই সুরকে বুকে ধারণ করে উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)-এর আয়োজনে এবং একশনএইড-বাংলাদেশের সহযোগিতায় লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার ৪ ও ৫নং ওয়ার্ড, লালমনিরহাট পৌরসভা; ১নং মোগলহাট ইউনিয়ন এবং ২নং কুলাঘাট ইউনিয়নের শিশুদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'পহেলা বৈশাখ-১৪৩৩' উদযাপন করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে শিশু-ফোরাম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী শিশুরা বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন বার্তা সম্বলিত প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন ও ব্যানার বহন করে। র‍্যালি শেষে শিশুদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। খেলাধুলায় শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

এছাড়াও শিশুরা একে অপরকে রং মেখে বাংলা নববর্ষের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয় এবং বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার বার্তা ছড়িয়ে দেয়। পরে শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুদের পরিবেশনায় গান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি ও নাটিকা নিয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অভিভাবক, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, নারী ও শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলা নববর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পর্কে শিশুদের অবহিত করেন এবং দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীল ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্বারোপ করেন।

কমিউনিটি পর্যায়ে শিশুদের মানসিক বিকাশ ও বাঙালি সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে এমন চমৎকার ও আনন্দময় আয়োজন করায় এলাকাবাসী উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এবং একশনএইড-বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ফান ইভেন্ট যেন শিশুদের মেলা

অফিস ডেস্ক: কর্মএলাকার শিশুদেরকে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহী করে তোলার পাশাপাশি নেতৃত্বের গুণাবলী বৃদ্ধি-সহ সচেতন ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ১৫-১৭ এপ্রিল ২০২৬ ইং তারিখে (প্রথম-পর্যায়ে) উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)'র আয়োজনে এবং একশনএইড-বাংলাদেশের সহযোগিতায় লালমনিরহাট পৌরসভার ৪ ও ৫নং ওয়ার্ডের ০২টি স্থানে, ১নং মোগলহাট ইউনিয়নে-০৬টি স্থানে এবং ২নং কুলাঘাট ইউনিয়নের ০৪টি স্থানে সর্বমোট ১২টি স্থানে ১৩৫০জন স্পন্সর শিশুর অংশগ্রহণে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও ফান ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সময়োপযোগী বিষয়ে (শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা, হাম প্রতিরোধে টিকা গ্রহণ, শিশু শ্রম প্রতিরোধ, গুড টাচ-ব্যাড টাচ/ভালো স্পর্শ ও খারাপ স্পর্শ, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ) সচেতনতামূলক সেশন-সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি, একক ও দলীয় অভিনয়, একক ও দলীয় নাচ-দেশের গানের তালে তালে, একক ও দলীয় দেশের গান এবং কুইজ বা সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা) এবং পাশাপাশি শিশুদের নিয়ে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিদীপ্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ফান ইভেন্ট শেষে স্পন্সর শিশুদের মাঝে পেন্সিল, কাটার, রাবার, কাঠের স্কেল, এক্সাম বোর্ড, রং-পেন্সিল, নেইল কাটার, দুই প্যাকেট এনার্জি বিস্কুট এবং পেন্সিল রাখার ব্যাগ বিতরণ করা হয়েছিল। শিশুদের নিয়ে এরূপ আয়োজন কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যাপক সাড়াও ফেলেছিল।

ছড়া, কবিতা ও ধাঁধা

নতুন বছর

শাহিদা আক্তার শিখা (দশম-শ্রেণি)
সদস্য, শিশু সাংবাদিক দল

নতুন বছরে নতুন আশা
সবাইকে জানাই ভালবাসা।
স্বপ্নগুলি সত্যি হবে
দুঃখগুলি মুছে যাবে।

হিংসা বিভেদ আর নয়
সবাই মিলে করবো জয়।
ভালো থেকো সুখে থেকো
সবাই সবার পাশে থেকো।
নতুন জীবন নতুন আলো
নতুন বছর কাটুক ভালো।।

শ্রদ্ধা-ভক্তি

প্রিতম রায় (একাদশ-শ্রেণি)
সদস্য, শিশু সাংবাদিক দল

যে করে না ভক্তি,
তাহার মনে শুধুই অশান্তি।
আবার যে করে না শ্রদ্ধা,
তাহার মনে শুধুই নিন্দা।
বড়দের শ্রদ্ধা করি,
সবাই মিলে শৃঙ্খলায় থাকি।
শ্রদ্ধাই শক্তি, ভক্তিই বল,
তারই নাম একতা বল।
যেমন ফুল বাগানে ফুটে গো ফুল,
শ্রদ্ধাই ভক্তি সাজাবে মানব কুল।
এসো সবাই শ্রদ্ধা-ভক্তি করি,
সকলেই মিলে সুশৃঙ্খলায় বাস করি।

রজনি শিশু বিকাশ কেন্দ্র

দ্বীপান্দিতা রায় দ্বীপা (অষ্টম-শ্রেণি)
সভাপতি, রজনী শিশু ফোরাম

রজনি শিশু বিকাশ থেকে নোটিশ এলো যে,
বের হবে ম্যাগাজিন।
আনন্দতে পাগল আমি,
মনে বাজে তাকধিনাধিন ধিন।
নিলাম কলম নিলাম খাতা,
কবিতা লিখবো এবার পাতার পর পাতা।
ভয় হচ্ছে করবে কী কবিতা,
নাচবো মজায় ঝাকানাকা।
একটি লাইন লিখতে গিয়ে,
দু'টি লাইন কাটা।
দেখলাম আমি যে যা,
পুরো পেজটাই ভাটা।
পরের পেজে লিখবো আমি এবারো ছড়া,
এসবের মজায় ভুলে যেন না যাই আমার লেখাপড়া।

মায়া

মোছাঃ শাহিদা আক্তার শিখা (দশম-শ্রেণি)
সদস্য, শিশু সাংবাদিক দল

চোখে চোখে নীরব কথা
মনে লাগে মিষ্টি ব্যথা
তোমার হাসিতে সকাল জাগে
দুঃখ গুলো দূরে ভাগে।
মা বলে ডাকে যখন
মন-পাখি হয়ে যায় তখন
তোমার ছোঁয়াতে বদলায় মন
নাম তারই মায়ার রঙ।

ফেলে আসা স্মৃতি

সুফিয়া আক্তার সুখী (অনার্স ২য় বর্ষ-বাংলা বিভাগ)
সদস্য, শিশু সাংবাদিক দল

ছোট ছোট পায়ে মাঠে ছুটে চলা,
দৌড়ে দৌড়ে সারাদিন ধুলোয় খেলা!
সারাদিন যায় যে এমন করে কেটে,
তবুও খেলার সাধ না মেটে।
কত মার যে দিন শেষে কপালে জোটে,
কত রকম হরেক খেলা!
কেটে যায় সারাদিন আর বেলা,
মায়ের কাছে মার খাব বলে, করি যে হাসাহাসি!
সন্ধ্যা বেলা বাড়ি ফিরলে, আমি যায় যে ফাঁসি
বড় ভাইয়ের শাসন গুলো অনেক মিস করি!
পড়তে বসলে কান্নাতে দিতাম যে গড়াগড়ি,
দুবোন মিলে পরতে বসলে করতাম মারামারি
একই জিনিস নিয়ে লাগত কারাকারি!
খেলার সময় আমার নাম সবার আগে উঠে,
সারাদিন খেলে যেন খেলার সাধ না মিটে!
সন্ধ্যা বেলায় বাসায় ফিরে বই নিয়ে বসা,
আজান দিলে ঘুমাতে হবে টাইম ছিল আমার ঠাসা
বোন ছিল অনেক ভালো, পড়ার ছিল ঝুরি,
পরতে বসলে আদর করে সবাই বলতো তাকে বুড়ি
ছোট বেলার দিনগুলো সব পেতাম যদি ফেরত
আমি শুধু ভাবি খেলা থেকে থাকতে পারতাম কি বিরত!

অনাথ

মোঃ মাসুদ (দশম-শ্রেণি)
সদস্য, শিশু সাংবাদিক দল

তুমি যাওয়ার পর
বৃক্ষ করিলো পর,
নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট।

বলি হে বধি
তুমি তো দেখো সবি,
দাওনা মোর কষ্ট সারিয়ে।

যদি থাকি তো মা
বলি তো না যা
আমার কোলে আয়
প্রাণ তোর জুড়ায়।

এই কথা ভাবি
মনে স্বপ্ন আঁকি
দুঃখে বুকটা ফেটে যায়।

আশা ছিল অনেক

স্মৃতি রায় ইতি (অষ্টম-শ্রেণি)
সদস্য, শিশু সাংবাদিক দল

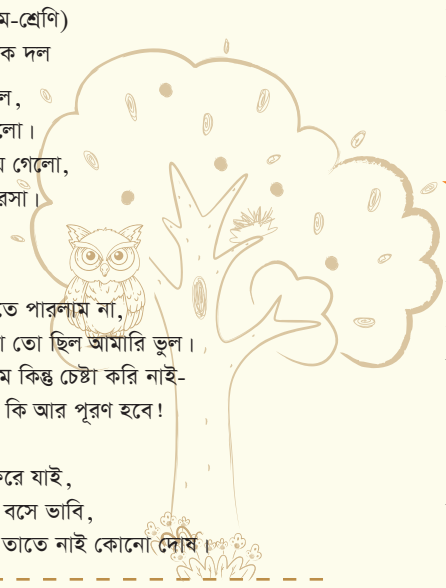

আশা মনে অনেক ছিল,
পূরণ আর কোথায় হলো।
আশা গুলো সব বৃথায় গেলো,
আশার উপর করে ভরসা।

সবি হলো শেষ!
এখন আমি ভাবি শুধু
আশাগুলো পূরণ করতে পারলাম না,
কোন সে কারণ, সেটা তো ছিল আমারি ভুল।
আমি আশা করেছিলাম কিন্তু চেষ্টা করি নাই-
চেষ্টা না করলে আশা কি আর পূরণ হবে!
কি আর করার-
আশা নিয়ে বাসায় ফিরে যাই,
বাসায় গিয়ে দাওয়ায় বসে ভাবি,
আবার চেষ্টা করবো, তাতে নাই কোনো দোষ।

হিসাব মেলাবার গল্প

জান্নাতুল আক্তার খুশি (স্নাতক-১ম বর্ষ)
সদস্য, শিশু সাংবাদিক দল

মধ্যবিত্ত মানেই এক চিলতে হাসিতে কষ্ট ঢাকা,
ছেঁড়া পকেটে আগলে রাখা একমুঠো রঙিন আশা।
দিনের শেষে ক্যালকুলেটরে হিসেব মেলাবার দায়,
বেহিসেবি স্বপ্নগুলো অভিমানে ঘুমিয়ে যায়।
বাবা যখন বাজার থেকে ফেরেন ক্লান্ত পায়ে,
একটু ভালো রাখার স্বপ্নমাখা ধুলোবালি গায়ে।
ছেলের নতুন জুতোর আবদার মেটে না মাসের শেষে,
তবুও বাবা হাসিমুখে বলেন, আনবো ঠিকই হেসে।
মায়ের জরাজীর্ণ শাড়িটায় তালি মারা অনেক স্মৃতি,
নিজের সাধ বিসর্জন দেওয়াই যেন চিরকালীন নীতি।
ডাল-ভাতেও অমৃত খুঁজে নেওয়া বড় অদ্ভুত এক গুণ,
মধ্যবিত্তের রান্নাঘরে কখনো কম পড়ে না নুন।
ছেঁড়া গেঞ্জি আর তালি দেওয়া জুতোয় আভিজাত্য নেই ঠিকই,
কিন্তু সম্মানের লড়াইয়ে তারা হার মানে না এক রতি।
পুরোনো সাইকেল বা বাসের ভিড়ে চলে টিকে থাকার সংগ্রাম,
যাদের ত্যাগের কোনো মূল্য হয় না, হয় না কোনো নাম।
রাত বাড়লে সিলিং ফ্যানে ঘোরে না পাওয়া ইচ্ছের দল,
বালিশ জানে চোখের কোণে জমা নোনা জলের কল।
মধ্যবিত্ত মানে এক সমুদ্র ধৈর্য আর সহ্যের খেলা,
সব হারিয়েও টিকে থাকার নামে এক অদ্ভুত অবহেলা।
তবুও দিনশেষে এক থালায় বসে খাওয়ার যে সুখ,
সেই হাসিতেই ধুয়ে যায় সব গ্লানি আর দুখ।
মধ্যবিত্ত মানে শুধু অভাব নয়, এক বিশাল হৃদয়,
যাদের ভালোবাসার জোয়ারে জীবনের সব ভয় হয় জয়।

শিক্ষা

সম্রাট কুমার পাল (অষ্টম-শ্রেণি)
সদস্য, শিশু সাংবাদিক দল

লেখা পড়া করতে হবে
মানুষ হবার জন্য,
তবে আমরা সুখী হবো
জগত হবে ধন্য।
লেখাপড়া শিখে মোরা
উঠবো হয়ে দেশের সেরা,
লেখা পড়া শিখলে মোরা
স্বপ্ন হবে স্মৃতি ঘেরা।
এখন থেকে শপথ করবো
মোরা আদর্শ দেশ গড়বো।

নতুন এক দেশ

মাহিয়া (ষষ্ঠ-শ্রেণি)
জবা চাইল্ড ফোরামের সদস্য

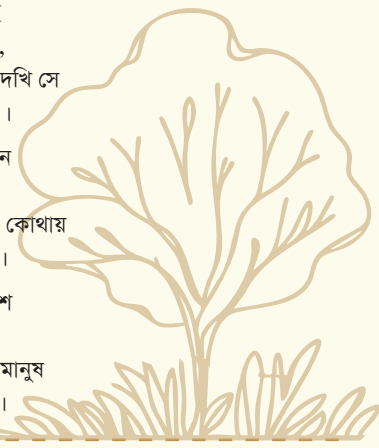

নদীর তীরের কাছে
নৌকো বাঁধা আছে,
নদীতে যখন যাই দেখি সে
জলের স্রোতে নাচে।

আজ গিয়ে সেইখানে
দেখি দূরের পানে,
মাঝ নদীতে নৌকা কোথায়
চলে স্রোতের টানে।

জানি না কোন দেশে
পৌঁছে যাবে শেষে,
ওইখানেতে কেমন মানুষ
থাকে কেমন বেশে।

শরৎকাল

শিমলা রানী রায় (ষষ্ঠ-শ্রেণি)
রজনী চাইল্ড ফোরামের সদস্য

শরৎকালে শিউলী ফোটে
আরো ফোটে কেয়া।
আকাশেতে ভেসে বেড়ায়
পেঁজা তুলোর মেলা।
নদীর তীরে কাশ-ফুলেতে
ফোটে ধারে ধারে।
নদীতে নৌকা চলে
জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

স্বপ্নের রঙ

এ.এম. আতিকুল (নবম-শ্রেণি)
সদস্য, শিশু সাংবাদিক দল

রাতের আকাশে তারা জলে,
স্বপ্নগুলি উড়ে যায় দূরে।
একলা পথে হাঁটি আমি,
খুঁজি তোমাকে, খুঁজি স্বপ্নের ভূমি।

পাতার ফাঁকে রোদ্দুর লোকে,
স্বপ্নের রঙ ভরে থাকে।
তোমার হাসি আমার মনে,
এক অনন্ত প্রেমের জোসনা।

বৃষ্টির দিনে ভেজা পথে,
তোমার ছায়া খুঁজে বেড়াই।
এক কাপ চায়ে তোমার হাসি,
স্বপ্ন গুলো ভেসে যায়।

আকাশের মধ্যে চাঁদ

মোছাঃ রাখি মনি (পঞ্চম-শ্রেণি)
শিশু ফোরামের সদস্য

আকাশের মধ্যে রয়েছে একটা চাঁদ
তার পাশে রয়েছে হাজার হাজার তারা
তারার আলো ঝিকিমিকি করে আকাশ
দেখতে মনে হয় সূর্যের আলোর মতো
আমি শুনেছি রাতে তারা উঠলে দিনে রোদ উঠে
আর রাতে যদি তারা না উঠে তাহলে দিনে রোদ উঠে না
জোসনা ভরা রাতে দেখে মনে হয় আকাশে লাইট জ্বলেছে
রাত শেষ হলে দিন আসে
আর দিন শেষ হলে রাত আসে
রাত শেষে যখন দিন আসে
সকালে পাখির কিচির মিচির আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গে
আবার সকালে পাখি উড়ে আর গান করে মিষ্টি গলার
সুরে সুরে এমন সুন্দর করে গান করে যে মন ভরে যায়
দিনের শেষে যখন রাত আসে
রাতে শিয়ালে ডাকে ভয়ংকর শব্দ করে
তখন আমার খুব ভয় লাগে
আমার অনেক ভয় লাগে গভীর রাতে।

ধাঁধা

শাহিদা আক্তার শিখা (দশম-শ্রেণি)
শিশু সাংবাদিক গ্রুপের সদস্য

১) হিজল তলায় নিজাল পানি বৌ টুকটুক করে রে,
সোনার কৌটা ভেঙ্গে গেল কে জুড়াইতে পারে রে?
২) একটি বস্তুর দুইটি বর্গ, ছয়টি তলা তার রক্তবর্ণ?
৩) এক শালিকের তিন মাথা, শালিক যায় কোলকাতা?
৪) চারিদিকে অন্ধকার, মাঝখানে খন্দকার?
৫) ছোট্ট প্রাণি হেটে যায় আস্ত পা গিলে খায়?
৬) বাইরে যেটা ফ্রিতে পাওয়া যায় হাসপাতালে সেটা কিনতে হয়?

উত্তর: ১) ডিম, ২) ইট, ৩) চুলা, ৪) মুখ, ৫) জুতা
৬) অক্সিজেন।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার

সুমাইয়া শারমিন শিমু (অনার্স ২ম বর্ষ-বাংলা-বিভাগ)-শিশু সাংবাদিক দলের সদস্য

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা প্রত্যেক মানুষের জীবন যাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এটি কেবল রোগমুক্ত শরীরের কথা বলে না। বরং সুস্থ্য নিরাপদ ও সম্মানজনক যৌনতা পরিবার পরিকল্পনা এবং গর্ভধারণ সংক্রান্ত সেবা ও সচেতনতার ব্যাপারেও কথা বলে। বর্তমানে সমাজে এই বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব রয়েছে, যা নানা সমস্যা তৈরি করছে; বিশেষ করে নারীদের জন্য। তাই এই বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং তা ছড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

যৌন স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় একজন ব্যক্তি শারিরীক ও মানসিকভাবে এমন অবস্থায় থাকবে যেখানে তিনি নিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন। যৌনবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকবেন এবং নিজের ও অন্যের সম্মান বজায় রাখবেন। বর্তমানে কিশোর-কিশোরীরা ইন্টারনেটের কারণে নানা ভুল তথ্যের মুখোমুখি হচ্ছে; যার ফলে অনিরাপদ যৌনাচরণ, অকাল গর্ভধারণ, এমনকি যৌন রোগের ঝুঁকিও বাড়ছে। তাই নিরাপদ যৌন আচরণ সঠিক যৌন শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রজনন স্বাস্থ্য মূলত: নারীর মাসিক-চক্র, গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান, পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভপাত এবং মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে না। ফলে তারা নানা সংক্রামণে ভোগেন। পরিবার পরিকল্পনার সঠিক পদ্ধতি না জানা, অকাল গর্ভধারণ, অনিরাপদ গর্ভপাত এসব কারণে দেশে মাতৃমৃত্যুর হার এখনও উদ্বেগজনক। অন্যদিকে অনেক পুরুষ বন্ধ্যাত্বের শিকার হলেও লজ্জা এবং কুসংস্কারের কারণে চিকিৎসা নিতেও দ্বিধা-বোধ করে।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শুধু শারীরিক বিষয় নয়, এর সাথে মানসিক ও সামাজিক দিকও জড়িত রয়েছে। অনেক নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েও চুপ থাকে, সমাজের ভয়ে। আবার অনেকে নিজেদের যৌন পরিচয় (যেমন-সমকামী, রূপান্তরকামী ইত্যাদি) প্রকাশ করতে ভয় পায়। এই ভয় গোপনীয়তা এবং লজ্জাই একজন মানুষকে ভেতর থেকে ভেঙে ফেলে। একজন মানুষ যতই শিক্ষিত বা আধুনিক হোক না কেনো যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে যদি তার সঠিক ধারণা না থাকে তবে তার জীবন হতে পারে নানা ঝুঁকিতে ভরা। তাই সময় এসেছে এ বিষয়ে ভয় বা লজ্জা দূর করে সচেতনতা গড়ে তোলার। এই স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা শুধু একজন ব্যক্তির জন্য নয় বরং পুরো জাতির সুস্থ্য ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য। তাই যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সর্বত্রই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্কুল পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

নৈতিকতা ও ছোট্ট একটি ভুল!

মো: আনোয়ার হোসেন (দশম-শ্রেণি)-শিশু সাংবাদিক দলের সদস্য

গ্রামের একটি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়, সেখানে হবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকলের চোখে মুখে হাসি আর আনন্দ। কিন্তু হঠাৎ করেই একটি ছেলের মুখে নেমে এলো অন্ধকার আর না বলা কিছু দুঃখ। দিনটি ছিল ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬। জাহিদের স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে, তাই শিক্ষক ও অন্যান্য সেচ্ছাসেবকদের সাথে জাহিদও ব্যস্ত। জাহিদ ছিলো অত্যন্ত দক্ষ, পরিশ্রমী ও সাহসী স্বেচ্ছাসেবক। তার একটি বিশেষ দায়িত্ব ছিলো প্রধান শিক্ষককে সহযোগিতা করা, তার সাথে সাথে অবস্থান করা। তাই কাজের ব্যস্ততায় তড়িঘড়ি করে জাহিদ তার সাথে থাকা মোবাইল মুঠোফোনটি সাজ-সজ্জার রুমে তার নিজ স্কুল ব্যাগে রেখে দেয়। তারপর সে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে জাহিদ যখন তার ফোনটি নেওয়ার জন্য সাজ-সজ্জা রুমে যায় এবং ব্যাগটি খোলে তখন দেখে তার প্রিয় মুঠোফোনটি সেখানে নেই। তখনি জাহিদের মুখে নেমে আসে অন্ধকার ও বিষাদের ছায়া। কারণ, মুঠোফোনে ছিল নগদ, বিকাশ, রকেট-সহ বিভিন্ন ধরণের ডকুমেন্ট। তাই জাহিদের মুঠোফোনটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুঠোফোনটি ফিরে পাওয়ার জন্য জাহিদ অনেক খোঁজা-খুঁজি করে, সহপাঠীদেরকে জানায়, জানায় শিক্ষকদেরকেও। তাতে কোনো লাভ হয় না। কেউ বিষয়টিকে তেমনভাবে গুরুত্ব দেয়নি। সকলেই বলেছে, ভালো করে দেখ ঠিক পেয়ে যাবা। অনুষ্ঠানের মাইকেও প্রচার করা হলো, কিন্তু কোথাও থেকে কোনো ধরনের সাড়া পাওয়া গেলো না। শেষমেষ যখন কোথাও মুঠো ফোনটিকে না পেয়ে, বন্ধুদের পরামর্শে বন্ধুদেরকে নিয়ে লালমনিরহাট সদর থানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতার সাথে দেখা করে তার পরামর্শ অনুযায়ী জিডি করা হলো। কিন্তু আজ পর্যন্ত মুঠোফোনটির কোনো ধরণের খোঁজ পাওয়ার গেলো না। জাহিদ মুঠোফোনটি উদ্ধার করতে না পারায় যারপরনাই সে হতাশ। তার সামান্য একটু ভুলের কারণে তার মূল্যবান ফোনটি হারিয়েছে।

আমাদের প্রত্যেকের উচিত মূল্যবান ও অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র সাবধানে এবং যত্নসহকারে রাখা উচিত। যেন একটি ছোট্ট ভুল বা অসাবধানতা সারা জীবনের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে যায়!

হাসপাতাল না কি দুর্গন্ধের কারাগার? সেবার আড়ালে যেখানে দাফন হচ্ছে মানসিকতা

জান্নাতুল আক্তার খুশি (স্নাতক-১ম বর্ষ)-শিশু সাংবাদিক দল সদস্য

মানুষ যখন নিরুপায় হয়, তখনই সুস্থতার শেষ আশাটুকু নিয়ে হাসপাতালের দ্বারে কড়া নাড়ে। বুক ভরা আশা থাকে-চিকিৎসা আর সেবার মধুর ছোঁয়ায় প্রিয় মানুষটি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু বর্তমানে সরকারি হাসপাতাল গুলোর চিত্র যেন উল্টো। যেখানে থাকার কথা ছিল স্বস্তি, সেখানে নাকে লাগে উৎকট, দুর্গন্ধ, যেখানে প্রাণের স্পন্দন থাকার কথা, সেখানে চোখে পড়ে পঁচা ময়লার ধোঁয়া।

হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, হাসপাতালের ভেতরে আবর্জনার স্তূপ আর বাইরে বর্জ্যের পাহাড়। ওয়ার্ডের ভেতরে রোগীদের মাথার ওপর ভনভন করছে মাছি। বিছানার চাদরে লেগে আছে পুরনো রক্তের দাগ, জানালায় বাসা বেঁধেছে মাকড়সার জাল। সিলিং ফ্যানটি অকেজো হয়ে ঝুলে আছে, যেন বাতাস দেওয়ার ক্ষমতাও সে হারিয়েছে। জীবন বাঁচানোর কারিগররা যেখানে তৎপর থাকার কথা, সেখানে মৃত্যু যেন ধীর পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে প্রতিটি কোণায়।

রোগীর পাশে বসে থাকা স্বজনদের চোখে এখন কেবলই অজানার ভয়! তাদের মনে একটাই প্রশ্ন, আমার প্রিয় মানুষটি কি সুস্থ হয়ে ফিরবে? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো কেউ নেই। চারদিকে যেন কেবল জীবাণুর জয়গান।

সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে যখন অভাবী মানুষেরা ফ্রি চিকিৎসার আশায় হাসপাতালে আসে। কিন্তু সেখানেও দুর্নীতির থাবা। ঔষধের লিস্ট হাতে ধরিয়ে দিয়ে নার্সরা নির্লিপ্তভাবে বলে দেন, স্টক নেই। অথচ গোপনে আয়াদের হাতে কিছু বকশিস বা বাড়তি টাকা ধরিয়ে দিলেই জাদুর মতো মিলে যায় সেই ঔষধ। সেবার নামে চলে এই ব্যবসা দেখে অসহায় মানুষেরা কেবলই দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক হৃদয়বিদারক ঘটনার দেখা যায়, এক মা তার জ্বরে আক্তান্ত শিশুকে নিয়ে এসেছিলেন সুচিকিৎসার আশায়। কিন্তু অবহেলার বলি হয়ে আজ সেই মায়ের কোল খালি। তার আর্তনাদ যেন হাসপাতালের দেয়ালগুলিতে প্রতিধ্বনি হচ্ছে, "আরেকটু যত্ন পেলে হয়তো আমার সোনা বেঁচে থাকতো।"

এই অরাজকতা আর কতদিন? এখনই সময় জেগে ওঠার। হাসপাতাল হওয়া উচিত জীবনের আশ্রয়স্থল, কোনো দুর্গন্ধের কারাগার নয়। আবার প্রাণ ফিরে পাক, এটাই এখন সাধারণ মানুষের সময়ের দাবি।

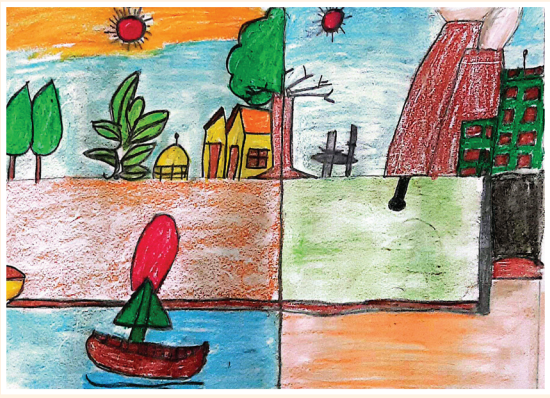

তৃণমূল বার্তা সম্পাদকীয়
৫ম সংখ্যা • জুন ২০২৬
এলআরপি ৫৩

সুপ্রিয় বন্ধুরা,
'উদয়াঙ্কুর তৃণমূল বার্তা'-এর পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। একশনএইড-বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় এবং উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)-এর বাস্তবায়নে 'স্থানীয় অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি-৫৩'-এর আওতায় লালমনিরহাট পৌরসভার ৪নং ও ৫নং ওয়ার্ড এবং লালমনিরহাট সদর উপজেলার ১নং মোগলহাট ও ২নং কুলাঘাট ইউনিয়নে বিগত চার বছরে যে পরিবর্তন এসেছে, তার প্রতিফলন ঘটেছে শিশু-কিশোর ও যুবদের লেখনীতে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তৃণমূল সাংবাদিকরা কমিউনিটির সমস্যাবলী ও অর্জন তুলে ধরেছেন। শিশু বিকাশ কেন্দ্র, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ফান-ইভেন্ট, দিবস উদযাপন, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, শিশু-সুরক্ষা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের মাঝে শিক্ষার আগ্রহ ও সচেতনতা তৈরি হয়েছে। এছাড়া নারী ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, আত্মকথন, নাটক-প্রদর্শন, বিতর্ক-প্রতিযোগিতা ও উপস্থিত-বক্তৃতা আয়োজন, জৈব উপায় কৃষি আধুনিকীকরণ, সরকারি-বেসরকারি সেবার তথ্য প্রচার-সহ নানামূখী কার্যক্রম কমিউনিটির জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
আমরা বিশ্বাস করি, এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা কমিউনিটিকে সহিংসতা ও বৈষম্যহীন, মর্যাদাপূর্ণ জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই প্রত্যাশায়-

মো: মশিউর রহমান
সম্পাদক, উদয়াঙ্কুর তৃণমূল বার্তা
এবং প্রকল্প-সমন্বয়কারী, এলআরপি-৫৩, লালমনিরহাট।

সম্পাদকীয়

একশনএইড বাংলাদেশ ১৯৮৩ সাল থেকে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংস্থাটি বিশেষভাবে নারী, শিশু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এই উদ্যোগগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একশনএইড বাংলাদেশ ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের আওতায় ২৩টি শিশু সাংবাদিক দল গঠন করেছে। এসব দলের সদস্যরা নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংবাদ লেখা, ছবি তোলা, আশপাশের সমস্যা চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহ এবং লেখনীর মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের কৌশল শিখছে। তারা শুধু নিজেরাই শিখছে না, বরং সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্য শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিচ্ছে।

শিশু সাংবাদিকরা আজ নিজেদের সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে। তারা নারী ও শিশুদের নানা বাস্তব সমস্যা, সম্ভাবনা ও অপ্রকাশিত গল্প তুলে ধরছে সাহসিকতার সঙ্গে। প্রতিবছর তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশিত 'তৃণমূল বার্তা' স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে পৌঁছে যায়, যা নীতিনির্ধারণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখানেই তাদের কাজের পরিসর শেষ নয়। শিশু সাংবাদিকদের লেখা ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হচ্ছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

আমরা বিশ্বাস করি, আজকের এই শিশু সাংবাদিকরাই আগামী দিনের সচেতন নাগরিক, মানবাধিকারকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী এবং পরিবর্তনের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে। তাদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করা মানে একটি ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও শিশু-বান্ধব সমাজ গঠনের পথকে আরও সুদৃঢ় করা। এই বিশ্বাস নিয়েই একশনএইড বাংলাদেশ শিশুদের ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

একশনএইড বাংলাদেশ

চিত্রাংকন